ধানে ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্কতা ও করণীয়

ব্লাস্ট ধানের একটি মারাত্মক ছত্রাকজনিত রোগ। বোরো মওসুমে সাধারনত ব্যাপকভাবে ব্লাস্ট রোগ হয়ে থাকে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় এ রোগটি দেখা যায়। এটি ধানের পাতা, গিঁট এবং নেক বা শিষে আক্রমন করে থাকে। সে অনুযায়ী এ রোগটি পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত।

পাতা ব্লাস্টঃ আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রং ধারন করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। একাধিক দাগ মিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাটিই মারা যেতে পারে।

গিঁট ব্লাস্টঃ গিঁট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয়ে যায় না।

নেক বা শিষ ব্লাস্টঃ শিষের গোড়ায় বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। শিষের গোড়া ছাড়াও যে কোন শাখা-প্রশাখাও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শিষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে।

রোগের অনুকূল অবস্থা-

- দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, দীর্ঘ শিশিরে ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া এবং গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই অনুকূল। এ রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগ দমনে করণীয়-

কৃষকেরা প্রাথমিক অবস্থায় নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ সনাক্ত করতে পারেন না। তারা যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

- জমিতে জৈব সারসহ সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত ইউরিয়া সঠিক মাত্রায় তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- সুস্থ এবং রোগমুক্ত জমি থেকে সংগৃহিত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- একই জাতের ধান বিস্তৃর্ণ এলাকায় চাষ না করে বিভিন্ন জীবনকাল সম্পন্ন জাতের ধান আবাদ করা।
- ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
- পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি (৫৪ গ্রাম/বিঘা), নেটিভো ৭৫ ডব্লিউপি (৩৩ গ্রাম/বিঘা), দিফা (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পাততে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।
- যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি অথচ উক্ত এলাকায় রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজমান, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই উপরোক্ত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে।

পাতা ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

গিঁট ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

নেক ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১